গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্প
বাড়ি-২৮৯, রোড-১৯বি, নিউ ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬।
Web: ehclb4th.portal.gov.bd

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর বাস্তবায়নাধীন "বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়)" প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) ৫ম সভার কার্যবিবরনী।

সভার তারিখ ও সময় : ২৭/০৪/২০২২ সকাল ২.৩০ ঘটিকা।
সভার সভাপতি : ড. সেলিনা আক্তার, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
সভার স্থান : জুম মিটিং।
সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা : পরিশিষ্ট "ক" দ্রষ্টব্য।

উপস্থাপনাঃ

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভাপতি কমিটির সদস্য সচিব ও প্রকল্প পরিচালক-কে সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী আলোচনা শুরু করার আহবান জানান। সভাপতির আহবানে প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের কার্যক্রম এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেনঃ

২.১ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম: ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসনে অবদান রাখার উদ্দেশ্যে "বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পে ১লক্ষ শিশুকে ৬ মাসব্যাপী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা (NFE) এবং ৪ মাসব্যাপী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ (SDT) প্রদানের লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

২.২ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি: প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি ২৮৪৪৯.০৮ লক্ষ টাকা (জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারী ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত গত ০৮/০৫/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ০৮/০৭/২০১৮ তারিখে প্রশাসনিক আদেশ জারি হয়েছে। পরবর্তীতে প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়নকাল ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত এক বছর এবং তারপর ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত দুই বছর বর্ধিত হয়েছে। ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পটিতে মোট ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ২২৫০.৭৯ লক্ষ টাকা। ২০২১- ২২ অর্থবছরের এডিপি তে বরাদ্দ ৪০০০.০০ লক্ষ টাকা। জুলাই ২০২১ হতে এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে প্রায় ২০৩২.০০ লক্ষ টাকা।

৩। আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ সভায় নিম্নোক্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্র:নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
৩.১	গত ১৮/০১/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪র্থ পিআইসি সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরনের বিষয়ে সভায় আহবান জানানো হয়। বলা হয় যে, গত সভার সিদ্ধান্তসমূহের	গত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হয়।

	বিষয়ে কোন পর্যবেক্ষণ না থাকলে তা নিশ্চিত করা যেতে পারে।	
৩.২	সভায় বলা হয় যে, প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপির মূলধন অংশে (১) এনজিওদের পরিচালন ব্যয় এবং (২) সিডমানি এ ২টি কোড বরাদ্দসহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অর্থ বিভাগ হতে ৩৬৩২১০১ প্রকল্প অনুদান কোডে বরাদ্দ রেখে ব্যয় করার পরামর্শ/ নির্দেশনা দেয়ার প্রেক্ষিতে বাজেটের (MTBF) আইবাস সিষ্টেমে এ ২টি কোডে বরাদ্দকৃত অর্থ ৩৬৩২১০১ প্রকল্প অনুদান কোডে ব্যয় করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভার সুপারিশের প্রেক্ষিতে এ বিষয়টিসহ ডিপিপির আন্ত:খাত সমন্বয় করা হয়েছে।	অনুমোদিত ডিপিপি-তে উল্লেখিত ‘এনজিওদের পরিচালন ব্যয়’ এবং ‘সিডমানি’ এ ২টি কোডে বরাদ্দকৃত অর্থ ৩৬৩২১০১ প্রকল্প অনুদান কোডে বরাদ্দ রেখে ব্যয় করা হচ্ছে।
৩.৩	প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতির বিষয়ে সভায় জানানো হয় যে, চুক্তিবদ্ধ ১১২ টি এনজিও ১ জানুয়ারী ২০২২ হতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেছে। এনজিওসমূহের জানুয়ারী ২০২২ মাসের সার্ভিস চার্জের বিল পরিশোধ করা হয়েছে। চুক্তিবদ্ধ ১১২ টি এনজিও’র মধ্যে ৮৫ টি এনজিও’র সরবরাহকৃত তালিকা অনুযায়ী শিশু শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট্ ২৭ টি এনজিওর শিক্ষার্থীদের বৃত্তির অর্থ প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আশা করা হচ্ছে অতি সত্বর অবশিষ্ট শিশুদের বৃত্তি প্রেরণ করা সম্ভব হবে।	এনজিওদের বিল পেমেন্ট ও শিক্ষার্থীদের বৃত্তির অর্থ সঠিক সময়ে প্রেরণ করতে হবে।
৩.৪	২৫/০৪/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সংসদীয় কমিটির সভার সিদ্ধান্তসমূহ দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। কমিটির সদস্যগণ প্রকল্পের বাস্তবায়ন দেখার জন্য মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনে যাবেন, তখন তাদের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দিয়ে সহায়তা করতে হবে।	সংসদীয় কমিটির সভার কার্যবিবরনী পাওয়ার পর এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৩.৫	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচী সঠিকভাবে পরিচালনার বিষয়ে মনিটরিং আরো জোরদারকরণের জন্য কেন্দ্রের শিক্ষক/শিক্ষিকার মোবাইল নম্বরসহ তালিকা গ্রহন ও এনজিওদের নিয়মিত নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে।	কেন্দ্রের শিক্ষকদের মোবাইল নাম্বারসহ তালিকা এনজিওদের দিয়ে প্রস্তুত করাতে হবে এবং তা প্রকল্প অফিসে সংরক্ষণ করতে হবে।
৩.৬	প্রোগ্রাম সুপারভাইজারগণ মাঠ পর্যায়ে সঠিকভাবে কাজ করবে। তারা যাতে নিয়মিত মনিটর করে তা নিশ্চিত করার লক্ষে নিয়মিত রিপোর্ট প্রদান করবে।	প্রোগ্রাম সুপারভাইজারগণ প্রকল্প অফিসে নিয়মিত রিপোর্ট প্রেরণ করবে।
৩.৭	পিআইসিতে ট্রেড বিষয়ে এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য নির্বাচিত পুস্তকসমূহ (বাংলা, ইংরেজি, গণিত) এনজিওদের দ্রুত সরবরাহ করা হয়েছে। সেগুলি নিয়মমাফিক শিক্ষাদান করা হচ্ছে।	শিক্ষা কেন্দ্রসমূহে বাংলা, গণিত, ইংরেজী ৩টি বই যাতে পড়নো হয় সে বিষয়ে সুপারভাইজারগণ নিয়মিত মনিটর করবেন।

৩.৮	বিবিধ: চলতি ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে প্রাপ্ত বরদ্দের অতিরিক্ত বরদ্দ প্রয়োজন। যথাসময়ে বরাদ্দ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে হবে। মন্ত্রণালয় হতে অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রস্তাবের বিষয়ে চেষ্টা করা হবে।	প্রকল্প পরিচালক অতিরিক্ত বরাদ্দের চিঠি সত্বর মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। যথাযথ যুক্তি এবং ব্যয়ের প্রস্তাব উল্লেখ করে চিঠি প্রদান করবেন।

৪। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
১০/০৫/২০২২

ড. সেলিনা আক্তার
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
এবং
সভাপতি, পিআইসি কমিটি